আমাদের জীবনলিপি

বেবি শর্মা

তখন আমার সবেমাত্র তেইশ। তোমাকে ধরা যাক সতীশ আর আমি নিরুবালা কিংবা ধরা যাক তোমার সেই ছোট্ট নীরু। দুরন্ত চোখ, পড়ন্ত বিকেল শুধু তোমাকে খুঁজে বেড়াতো। তুমি টের পেলে না সতীশদা।

বেশ একটা গোছালো ভাব তোমার, চাহনিতে গাম্ভীর্থ ভরা একটা ঐশ্বর্য। সালটা বোধহয় ২০১৬, আমি তখন তেইশ।

আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ সেই হরিদার চায়ের দোকানের উল্টোদিকের সেই গলিতে। প্রথম তোমাকে বলেছিলাম- "সতীশদা একটা সাহায্য করবে ?"

তারপর থেকে একটু একটু করে তোমার অভ্যাস হয়ে গেলো বুঝতে পারিনি। তুমি তো জানো সতীশদা, আবেগের কাছে শব্দ কতটা অসহায়। তাই সবটা কালি-কলমে তুলে ধরা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না বা হয়ত শব্দ এমন একটা শক্তিশালী সাজানো পরিপাটি করে গোছানো কালিমামুক্ত প্রকাশ, যেখানে আবেগ বড় অগোছালো আর সে বেলায় আমি অক্ষম। তোমার কাছে আমার অক্ষমতা তুলে ধরাটাও আমার কাছে আরও একটা আবেগ।

যে বিকেলে তোমাকে উন্মাদের মাতো খুঁজে বেড়াতাম আর তুমি তখন তোমার বন্ধুদের সাথে ঘুরতে যেতে কিংবা ধরা যাক রেষ্টুরেন্টে খেতে। সে বিকেল কতটা অভিমানে আর রাগে, যন্ত্রনায় কেটেছে, যার পীড়া আজও বর্তমান।

তবে সত্যি বলতে তুমি তো আমার সাথে কখনো সময় কাটালে না সতীশদা। ইচ্ছে আমারও ছিল। রাগে, অপমানে, দুঃখে, যন্ত্রনায় ফেটে পড়ছিলাম ক্রমশ। আমিই শুধু আমিই তোমার রাগিনী হবো, তোমার ওই গলার উপহার কিংবা মেঘমালা।

সম্পূর্ণটা ছিল শুধু অভিমান আর অপমানের বহ্নিমালা। তুমি আমাকে কোনোদিনই অপমান করনি ঠিকই।

জানো তো সতীশদা, "যেসময় যায় সে ই তো যায়।" পাতার পর পাতা লিখে গেছি কেউ টের পর্যন্ত পায়নি ওটা ছিল তোমার প্রতি আমার "দ্বিতীয় গীতাঞ্জলি"।

নীরুর গলা শুনে সতীশ হাই তুললো-

নীরু - এই যে তোমার হলো ?

সতীশ - হ্যাঁ, যাই..... এই তো হয়ে গেছে।

নীরুর আওয়াজে সতীশ হাফ ছেড়ে বাঁচলো, তাড়াতাড়ি করে খাতাপত্র গুছিয়ে, কিছুটা হয়ত নীরুর চোখ এড়িয়ে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল আর ভাবলো-

"একটা দীর্ঘ পথচলার ইতিহাস লেখা হয়নি নিরুবালা, যার অলিখিত সাক্ষী তোমার সতীশদা। তোমার সতীশদা হারায়নি নীরু। আমি বিশ্বাস করি "মানুষ হারিয়ে যায় না, মানুষ কখনো হারায় না। তোমার সতীশদা নিরুবালার মধ্যে বেঁচে আছে।"

* * *